

জাল জন্ম নিবন্ধন সনদ পত্র তৈরীর সরঞ্জামাদি সহ আটক ১ জন

Friday, November ৮, ২০১৩, সময় ১৮:২০

এস.এ.আলিম সিনিয়ার স্টাফ রিপোর্টার লালমনিরহাট থেকেঃ

১১ বছরের মেয়ে মোছাঃ ফাতেমা খাতুনের জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রে ১৯ বছর বয়স দেখিয়ে জাল জন্ম নিবন্ধন সনদপত্র প্রদানের দায়ে তপন কম্পিউটারের মালিক তপন কুমার রায় (৩০) কে চেয়ারম্যান আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী, ইউপি চেয়ারম্যান ও পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, লালমনিরহাট জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাধীন চাপারহাটস্থ তপন কম্পিউটারে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল তল্লাশী চালিয়ে জাল জন্মনিবন্ধন সনদপত্র তৈরীর আলামত সহ তপন কুমার রায়কে চন্দ্রপুর ইউপি চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম ও সদস্য রমিজুল ইসলামের সহায়তায় কালীগঞ্জ থানা পুলিশ গ্রেফতার করেছে। সে দীর্ঘদিন থেকে এ ধরনের জাল নিবন্ধনপত্র তৈরীর মাধ্যমে অপকর্ম চালিয়ে আসছে।

সর্বশেষ, কয়েকদিন আগে চন্দ্রপুর ইউনিয়নের উত্তর বত্রিশ হাজারী গ্রামের মোঃ সাক্কু শেখের কন্যা ৪র্থ শ্রেণির ছাত্রী মোছাঃ ফাতেমা খাতুনকে বিয়ে দেয়ার জন্য তার বাবা বয়স বাড়িয়ে জন্ম সনদ নেয়ার জন্য চেয়ারম্যানের কাছে তিনি অপারগতা জানায়। পরে, সে তপন কম্পিউটারে এসে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে জাল নিবন্ধনপত্র নিয়ে মেয়েকে রংপুর সাতমাথা এলাকার মোঃ একলাস উদ্দিন(২৮)এর সাথে কাবিন মূলে বিয়ে দেয়। বিষয়টি জানাজানি হলে ইউপি চেয়ারম্যান তপন কুমার রায়কে ইউপি কার্যালয়ে ডেকে আনে। জিজ্ঞাসাবাদে তপন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে। বিষয়টি কালীগঞ্জ থানায় জানালে পুলিশ জাল নিবন্ধনপত্র তৈরীর কাজে ব্যবহৃত কম্পিউটার সরঞ্জামাদি আলামত জব্দ সহ তপনকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়। জাল-জালিয়াতির অভিযোগ এনে ইউপি সদস্য রমিজুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি মামলা রুজু করেছে। কালীগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমিরুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘বাল্যবিবাহ বন্ধে যখন সবাই সোচ্চার, তখন কিছু কিছু অসৎ কম্পিউটার ব্যবসায়ী ও মহল সুবিধা নিয়ে এ ধরনের অপকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে। এরা সমাজের শত্রু। এদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।’